দৈনিক ইনকিলাব · 024 15 JUL 1989

# উপজেলা পরিক্রমা

## শ্রীনগর

শ্রীনগর (মুন্সীগঞ্জ), ১৪ জুলাই (সংবাদদাতা)।— অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যদীপ্ত শ্রীনগরের প্রাচীন নাম 'রায়েসবর'। 'শ্রী' শব্দের অর্থ লক্ষ্মী বা সম্পদশালী এবং নগর শব্দের অর্থ পোর্ট বা বন্দর। নবাব মীর কাশিম নিযুক্ত বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার গভর্ণর লালা কীর্তি নারায়ণ বসু রায়েস বরের শ্রীবৃদ্ধি করে এর নামকরণ করেন শ্রীনগর। বাংলা একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে নামকরণকৃত শ্রীনগরই আজকের শ্রীনগর উপজেলা। এ উপজেলার মোট আয়তন ৮৪ বর্গমাইল, ইউনিয়ন ১৪টি এবং গ্রামের সংখ্যা ১৩৬টি। জনসংখ্যা মোট ১৯,১,০৬১ জন, পুরুষ ৯৪,৭৮৪; মহিলা ৯৬,২৭৯ জন।

**কৃষি**

এ উপজেলার শতকরা ৫০ জন লোক কৃষিজীবী। মোট জমির পরিমাণ ৪৯,৯২০·০০ একর। আবাদী জমির পরিমাণ ৩১,৬৭৭·২৮ একর। এক ফসলী জমির পরিমাণ ১৪,২২৪·২৮ একর। দো-ফসলী জমির পরিমাণ ১৪,৭৯৯·৭৮ একর। ইরি জমির পরিমাণ ১৪,৪০০·০০ একর। ঐতিহ্যবাহী আড়িয়ল বিল এ উপজেলার গৌরব। বছরে প্রায় ৩০,৫৪৫·৪৫ টন ইরিধান উৎপন্ন হয় এ বিলে। গভীর নলকূপের সংখ্যা ৫টি, অগভীর নলকূপ ২৫২টি, পাওয়ার পাম্প ২৬৮টি। প্রধান ফসল ধান, পাট ও আলু। জলমহল ৮টি।

**শিক্ষা**

এ উপজেলার শিক্ষার হার ২৭·০২%। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯২টি, বেসরকারী ৬টি। এ উপজেলায় সরকারী কোন উচ্চ বিদ্যালয় নেই। তবে, বেসরকারী ১৫টি উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে। জুনিয়র মাদ্রাসা ৪টি ও সিনিয়র মাদ্রাসা ৩টি। কলেজ ২টি। ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত শ্রীনগর ডিগ্রী কলেজ প্রায় ১৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন ২৫ জন। ১৯৮৩-৮৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে কলেজটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ডিগ্রী খোলার অনুমোদন লাভ করে। কিন্তু স্নাতক শ্রেণীতে বিজ্ঞান না থাকায় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেকে বিজ্ঞান শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

**চিকিৎসা**

উপজেলা স্বাস্থ্য প্রকল্প ১টি, পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক ১০টি ও পশু চিকিৎসা কেন্দ্র ১টি। তবে এখানে দন্ত চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই।

**যোগাযোগ**

এ উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারেই অনুন্নত। পাকা রাস্তা ৮ মাইল, কাঁচা রাস্তা ২৮ মাইল। বিশেষ করে জেলার শহর মুন্সীগঞ্জের সাথে যোগাযোগের একমাত্র কাঁচা সড়কটির অবস্থা খুবই খারাপ। টেলিফোন একচেঞ্জ ১টি। পোষ্ট অফিস ১৭টি ও সাব পোষ্ট অফিস ৩টি।

**হাট-বাজার**

এ উপজেলায় ছোট বড় মিলিয়ে বেশ কয়েকটি হাট-বাজার রয়েছে। এর মধ্যে দৈনন্দিন বাজার ১৪টি ও সাপ্তাহিক হাট ১১টি। গরুর হাটের জন্য দেউলভোগ হাট বেশ প্রসিদ্ধ। তবে উপজেলা সদর বাজারের কোন সংস্কার হয়নি। ফলে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে সদর বাজারে শৌচাগারের কোন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে।